ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

হলিউডে জ্যাকুলিনের বড় চমক

পৃঃ ৫

নতুন মাইলফলকে বুমরা

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৬৪ ● কলকাতা ● ১০ আশ্বিন, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

'১২ হাজার পুলিশ কর্মীর নিয়োগ বন্ধ ছিল', নবান্ন থেকে বড় ঘোষণা মমতার!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার নবান্নে স্বাস্থ্য বিষয়ক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানালেন, সমস্ত রোগী কল্যান সমিতি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে পুলিশ কর্মী নিয়োগ নিয়েও বড় ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যালেরিয়াতে বিশেষ নজর রাখতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। সব স্বাস্থ্য আধিকারিকদের এবিষয়ে বলাও হয়েছে। রাজ্যের ১৩ হাজার সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। ডায়রিয়া,সর্দি কাশি,জ্বর হলে যে ওষুধ লাগে,সেগুলো সর্বত্র যাতে মজুত থাকে দেখার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সর্বত্র বায়ো-মেট্রিক রাখতে হবে।যে সব নির্মাণ কর্মী আসে, তাদের রেকর্ড রাখতে হবে।বায়োমেট্রিক করতে হবে।"

মোটের উপর মিটিং নিয়ে খুশি মমতা। তিনি জানালেন " মিটিং ভাল হয়েছে। যেখানে সমস্যা রয়েছে সেখানে মুখ্য সচিব,স্বাস্থ্য সচিব বসে ঠিক করে নেবে"। সামনেই পুজো। পুজোতে নিরাপত্তার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, "১১২ ফুট কেউ প্রতিমা করবে, তাতে যদি কেউ পদপিষ্ট হয়ে যায়,তাহলে কী হবে? দায়বদ্ধতা যে ক্লাব করছে,তার তো থাকে।"এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানালেন, "১২০০ পুলিশ কর্মী নিয়োগ বন্ধ ছিল

সেটা চালু হওয়ার একটা নির্দেশ সোমবার আসতে চলেছে।"

মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা অনেক বেড়েছে জানালেন মমতা। "আগে ১১ টা

এরপর ৩ পাতায়

সিনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধেও তদন্তের নির্দেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসপাতালের ১৩ জন সিনিয়র ডাক্তারের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিলেন কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের 'হুমকি সংস্কৃতি'তে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে। 'হুমকি সংস্কৃতি' নিয়ে হাসপাতালে যে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে, তাদেরই এই ১৩ জনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তও করতে বলা হয়েছে।এ প্রসঙ্গে আন্দোলনকারী এক জুনিয়র ডাক্তার বলেন, "যে চিকিৎসক অধ্যাপকদের নাম উঠে এসেছে, তাঁদের অনেকেই থ্রেট কালচারের সঙ্গে যুক্ত। সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত। তদন্ত কমিটিতে তাঁদের ডাকা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা কেউ না কেউ কোনও না কোনও সময়ে এঁদের হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন। তা-ই তাঁরা অভিযোগ করেছেন। অভিযোগগুলির উপযুক্ত তদন্ত

এরপর ৩ পাতায়

পুজোর আগে জেলাশাসক বদল, ১১ জেলায় নতুন মহকুমা শাসক নিয়োগ করল নবান্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের একাধিক জেলায় প্রশাসনিক স্তরে রদবদল করা হল। এই রদবদলের তালিকায় রয়েছেন জেলাশাসক থেকে শুরু করে অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক। নবান্নের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর থেকে বুধবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১১ টি জেলায় নতুন মহকুমা শাসক নিয়োগ করা হয়েছে। এই জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলা।এদিকে, এই মহকুমাগুলিতে যারা শাসকের পদে ছিলেন তাদের পদোন্নতি হয়েছে। তার মধ্যে অনেকেই অতিরিক্ত জেলা শাসক পদে নিয়োগ করা হয়েছে, আবার অনেকেই যুগ্ম সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে গঙ্গারামপুরের মহকুমাশাসককে মুর্শিদাবাদের এডিএম করা হয়েছে। ক্যানিংয়ের মহকুমাশাসককে পূর্ব বর্ধমানের এডিএম হিসেবে পাঠানো হয়েছে। মহকুমাশাসককে পশ্চিম বর্ধমানের এডিএম করা হয়েছেপ্রভৃতি।

আবার কাটোয়ার মহকুমাশাসক শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের সিইও এবং দার্জিলিঙের অতিরিক্ত জেলাশাসক হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন। মিরিকের

এরপর ৩ পাতায়

বদলে যাওয়া বাংলাদেশে শুরু হামলা, ময়মনসিংহে ভাঙচুর দুর্গা প্রতিমা

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্বাসই সার। দুর্গাপুজো এগিয়ে আসতেই ট্র্যাডিশন মেনে শুরু হল প্রতিমা ভাঙচুর। আজ বৃহস্পতিবার ৯২৬ (সেপ্টেম্বর) সকালে ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার গোবিন্দ জিওর মন্দিরে নির্মীয়মাণ তিনটি প্রতিমা ভাঙচুরর করা হয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন এষ পুজোর কয়েকদিন আগে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মিলেমিশে বসবাস করতে চাই। উপজেলার সবচেয়ে বড় পুজোর জন্য তৈরি করা প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে। হামলাকারীর পিছনে যারা ইন্ধন দিয়েছে তাদেরকে খুঁজে

এরপর ৩ পাতায়

বন্যা দূর্গত মানুষদের বন্যপ্রাণ ও সাপ সাথে জলজ জীবজন্তু সংক্রান্ত সচেতনতা শিবির

অভিজিৎ হাজরা, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া : নিউজ সারাদিন : হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চ ও বনদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বন্যপ্রাণ ও সাপ সাথে জলজ জীবজন্তু সংক্রান্ত সচেতনতা ক্যাম্পেনিং করা হয়। আমতা ২ ও উদয়নারায়ণপুর ব্লকের বিস্তীর্ণ বন্যা কবলিত এলাকাতে *(শিয়াগড় মোড়, সাব গাছ তলা, খালনা, দক্ষিণ খালনা,তেখাঁলি,জয়পূর, রসপুর, পেড়ো ,জয়নগর, রাজাপুর, উদয়নারায়ণপুর মোর, উদয়নারায়নপুর ডিহিভূরশুট রোড, মানশ্রী, ভবানীপুর ঘোষপাড়া, চিত্রসেনপুর, বেনাগড়ী, লালবেনাগড়ী, বড়দা, কুলটিকারী,কৃষ্ণ বাটি,)* বিভিন্ন স্থানে প্রচারাভিযান চালানো হয়।

এই এলাকার প্রচুর গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে, আটকে রয়েছেন বহু মানুষ গবাদি পশু ও বন্যপ্রাণীরা। মঞ্চের এই সর্প ও বন্যপ্রাণ উদ্ধারকারী দল আমতা ২ ও উদয়নারায়ণপুরের বন্যা কবলিত এলাকায় বন্যা পরবর্তী সাপের উপদ্রব থেকে সজাগ ও সচেতন থাকার শিবির ও প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলস ভাবে। প্রচারাভিযানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ কর্মী সম্রাট মন্ডল, শুভেন্দু গাঙ্গুলী,দীপঙ্কর পোড়েল,কৌশিক মাইতি,সুমন চক্রবর্তী, সৌমজিৎ শেঠ,শুভজিৎ মাইতি,মইদুল আলী,স্বাধীন ঘোষ, রাকেশ মাখাল,সায়ল মাইতিরা, হাওড়া বন বিভাগের পক্ষ থেকে রঞ্জিতবাবু ও সুমন আচার্য এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

প্রচারাভিযানের মাঝেই লালবেনাগড়ী গ্রামের বাসিন্দা বিফল রাউতের বাড়ি থেকে একটি বিষধর কালাচ সাপ উদ্ধার করে মঞ্চের সদস্য সুমন চক্রবর্তী ও রাকেশ মাখাল এছাড়াও

পেঁড়ো থেকে স্থানীয় স্বপন মালিক একটি বড় তিলকাছিন উদ্ধার করে মঞ্চের সদস্যদের হাতে দেন এবং স্থানীয়ভাবে ওখানেই সেটিকে রিলিজ করা হয়। স্থানীয়দের মারফত খবর পেয়ে এই দল

বিশেষ করে আমতা অঞ্চলে বন্যায় প্লাবিত বিস্তীর্ণ এলাকার নদীতে ভারতীয় গাঙ্গেয় ডলফিনের আবাসস্থলকে সংরক্ষণ ও রক্ষার বার্তাও স্থানীয় এলাকাতে প্রচার করেন।

এই বিষয়ে মঞ্চের সহ-সভাপতি সম্রাট মন্ডল মহাশয় বলেন এই ভয়ংকর দুর্যোগে মানুষ গবাদি পশুর পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদেরও প্রাণ যথেষ্ট বিপদের সম্মুখীন, তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বনবিভাগের সহযোগিতায় যাতে এদের রক্ষা ও সংরক্ষণ করা যায় যাতে স্থানীয় বাস্তু তন্ত্র বিঘ্নিত না হয়।

পুরো কর্মসূচিটি হাওড়া মুখ্য বনপাল শ্রী দীপক কুমার মন্ডল মহাশয় এর পৌরোহিত্যে সংঘটিত হয়েছে।

পুজোয় চলুন তীর্থ ভ্রমণে

রসিক গৌরাঙ্গ দাস : নিউজ সারাদিন : শুভ্র কাশের বন। নীল আকাশ। শিশির সিক্ত শিউলি। পেজা তুলোর মতো মেঘের আনাগোনা। শ্রাবন সিক্ত প্রকৃতি অপরূপা। যেন আনন্দময়ীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঘরে ঘরে মহানন্দের প্লাবন। শরতের নির্মল রৌদ্রজ্জ্বল প্রকৃতির স্পর্শে প্রানের উচ্ছ্বাস। শারদীয়া উৎসব মুখর দিনগুলি হয়ে উঠবে রোমাঞ্চকর। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে মন চায় কোথাও বেরিয়ে পড়তে। স্বল্প সময়ে স্বল্প খরচে একবার ঘুরেই যান না? সবান্ধবে সপরিবারে একবার পরখ করে দেখেই যান না? শহরের কোলাহল থেকে দূরে, সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত পরিবেশ, মানুষের হাতে গড়া মন্দিরময় শ্রীমায়াপুর ধাম। পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে, কলকাতা থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে। রাস্তার ধারে ধারে গাছের ছায়ায় আলপনা আঁকা। গঙ্গার তীরে তীরে অসংখ্য কাশ ফুলে মুক্ত বাতাসের হিন্দোলে মন উদাস হয়ে যায়। সীমাহীন সবুজের সমারোহ- যা আপনাকে দিতে পারে অন্য অনুভূতি। এমন অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ যেকোন মানুষকে বেঁধে ফেলতে পারে যখন তখন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড, যেখানে পতিত পাবন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন।তাঁর প্রচারিত কৃষ্ণনাম সমগ্র বিশ্বকে এক সূত্রে গাঁথতে পেরেছে।

এখানে ভাগীরথী-কুলকুল ধ্বনিতে বয়ে চলেছে মহাসাগরের দিকে,অপরপ্রান্তে জলঙ্গী-নদী অফুরন্ত জলরাশি নিয়ে মিলেছে এখানে। দুই নদীর সঙ্গম স্থলে চাঁদনী রাতে নৌকা বিহার আপনাকে দিতে পারে অনাবিল আনন্দ।দুই নদীর জলধারার রঙ -ই আলাদা। মায়াপুর-নবদ্বীপের প্রধান আকর্ষণ ইসকন-শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির। যেখানে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়-পঞ্চতত্ত্ব-বিগ্রহ। (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর পন্ডিত এবং শ্রীবাস পন্ডিত) এই পাঁচ বিগ্রহের মিলিত ওজন ১৭,০০০ কেজি। উচ্চতা বেদি সমেত ৯ ফুট সম্পূর্ণ নিখাদ অষ্টধাতু দ্বারা নির্মিত হয়েছে তামিলনাড়ুর কুম্ভকোনমে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন WORLD গ্রিনেস বুকে নাম ওঠার অপেক্ষায়। এছাড়া রয়েছে রাধাকৃষ্ণ, অষ্টসখী ও নৃসিংহ দেবের বিগ্রহ এবং ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অপূর্ব সুন্দর বিগ্রহ। সারা বিশ্বের শ্রদ্ধালু ভক্তি ভাবনার মানুষ ছুটে আসেন এখানে শান্তির সন্ধানে, অমৃতের সন্ধানে। মায়াপুর পরিনত হয় MINI WORLD-এ। সকলের মুখেই উচ্চারিত হয় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র। এ যেন এক অন্য জগত। দর্শনীয় স্থান: প্রভুপাদের পুস্প সমাধি মন্দির, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ মন্দির এশিয়া মহাদেশের মধ্যে মর্মর আস্তরণে বর্ণাঢ্য বৃহত্তম গম্বুজ অভ্যন্তরের জন্য বিখ্যাত। মন্দিরের দোতলায় আছে প্রভুপাদের জীবন ও কর্মকাণ্ডের উপর আধারিত এক অনিন্দ্য সুন্দর প্রদর্শনী। গুরুকূল: বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্ররা এখানে বৈদিক পদ্ধতিতে পড়াশোনা করে। গোশালা: বিভিন্ন জাতের ৫০০ টি গোরু আছে। এখানে গো সংরক্ষণ করা হয়। প্রতিটি গরুকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এখানে সযত্নে পালন করা হয়। ভজন কুটির: ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রভুপাদ প্রথম এই কুটিরেই থাকতেন। এখানে ১৯৭২ সাল থেকে সারা বছর ধরে Non Stop হরিনাম সংকীর্ত্তন চলছে বিশ্ব কল্যানের জন্য এবং শ্রীশ্রী গৌরনিতাই বিগ্রহের নিত্য পুজো হচ্ছে। এছাড়া রয়েছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী। প্রভুপাদের আবাসগৃহ।ইসকন মন্দিরের আরতি, দর্শন, সন্ধ্যারতি,পূজার্চ্চনা -অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর এবং নয়নাভিরাম। বিশ্বের বিভিন্ন

এরপর ৩ পাতায়

মেদিনীপুরের করুনা সাগর

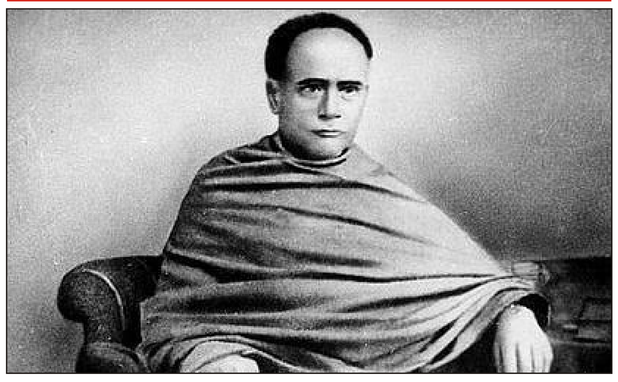

অরবিন্দ অধিকারী : নিউজ সারাদিন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলেছিলেন..........

"বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন চারি দিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেনূআমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস্‌, এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।"

মেদিনীপুর তথা পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশবাসী দয়ার সাগরের করুণা পাত্র লাভ করার আশায় ২০৫ তম জন্ম দিবসে দিনটিকে স্মরণ করে সাড়ম্বরে পালন করলেন। কখনো সাঁতার দিয়ে .....কখনো পায়ে হেঁটে ..কখনো নিজের পুত্রের সাথে বিধবা বিবাহ প্রচলন করে অথবা সমগ্র জাতিকে বর্ণপরিচয় এর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে গোটা বিশ্ব তথা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক ভীষণ স্বাধীনতার বার্তা দিয়েছিলেন। সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত না হলেও পরাধীন দেশবাসীর মধ্যে বিবেক চেতনা এবং তার জ্ঞান উন্মোচন করার যে প্রচেষ্টা বিদ্যাসাগর করেছিলেন, সেটা ইংরেজীরা ১৯৪৭ সালে ভারত ছেড়ে চলে যাবার আরেকটি বড় কারন। মূর্খ ভারতবাসী কখনোই ইংরেজদের স্বাধীনতা লাভ করতে পারত না যদি না পরাধীন ভারতবর্ষে বিদ্যাসাগরের মতো লেখক গুণীজন ব্যক্তিরা মানুষের জ্ঞান ও চেতনাকে উন্মোচন না করতেন।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগরের এই জন্মদিনটি খুব জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হলো। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হলো। সদর উত্তর চক্রের অন্তর্গত বাঁকিবাঁধ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক মাননীয় রোমান মণ্ডল মহাশয় এবং সদর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মাননীয় সৌভিক জানা মহাশয় এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হলো।

কলেজে ভরতি হতে

টি এম সি নেতাদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়তে হয় মেয়েদের, বিস্ফোরক দাবি বিজেপির

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে তবেই কলেজে অ্যাডমিশন মেলে। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। আরজি করের মতো রাজ্যের একাধিক মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে 'থ্রেট কালচার' চলার যে অভিযোগ উঠেছে, সেই আবহেই সুকান্ত অভিযোগ করেন যে বিভিন্ন কলেজে 'ভরতি চক্র' চলছে।রাজ্যে এখন একটাই নীতি চলছে, সেটা হল 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল'। সেইসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানিয়ে সুকান্ত অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী পুরো পশ্চিমবঙ্গকে বাজারে পরিণত করেছেন। অনার্স নিয়ে কলেজে ভরতি হওয়ার জন্য বাজারে গিয়ে নিজেকে বিক্রি করতে হয় বলে দাবি করেছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী।সুকান্তের কথায়,কলেজে শুধু থ্রেট কালচার নয়, ভরতি চক্র চলে। আপনি তৃণমূল নেতাদের পয়সা দিন। অনেক ক্ষেত্রে বলতে খারাপ লাগছে।বেশ কিছু জায়গায় আমরা দেখেছি মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের লোভ দিয়ে তাঁদের দেওয়া হয়। মানে অ্যাডমিশনের লোভ দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার মতো, শ্লীলতাহানি করার মতো ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজে ঘটছে।

পুজো কমিটিরা পূজোর বাজেট কমিয়ে ,

বানভাসি মানুষদের সাহায্য করুন স্বপন দত্ত বাউলের সচেতন

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : হুগলী জেলার খানা কুল জলে ভাসছে ।আরামবাগ সহ হুগলী জেলায় বান বন্যায় মানুষের দুর্গতি বিশেষ করে খানাকুলের অবস্থা চোখে দেখা যায় না। বান বন্যার জলে কত ঘর বাড়ি ভেসে গেছে বানভাসি মানুষগুলো সব হারিয়ে আজ নিঃস্ব, থাকার জায়গা নেই খাবারের জোগান নেই অনাহারে রয়েছে অনেকেই । সেই খবর দেখেই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল নিঃস্বার্থ ভাবে খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে ছুটে এলেন বৃস্পতিবার হুগলী জেলার আরামবাগে , খনাকুল যাবার ইচ্ছা থাকলেও কোনো সুযোগ না পেয়েই আরামবাগে বিভিন্ন জায়গায় দুর্গা পূজা কমিটি গুলির কাছে দুর্গাপূজার প্যান্ডেলের সামনেই হাজির হয়ে বাউল গানে সচেতন ও আবেদন করেন পূজো কমিটি গুলিকে। গানে ও বক্তব্যে বলেন বানভাসি মানুষদের রক্ষা করতে পুজো কমিটি গুলি এগিয়ে আসুন। সকল পুজো কমিটি গুলি এবছরে পূজোর বাজেট একটু কমিয়ে সেই অর্থ দিয়ে ত্রাণ সামগ্রী খাবার পোশাক খাবার জল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ত্রান সামগ্রী নিয়ে বানভাসি মানুষগুলোর কাছে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। অসহায় মানুষ গুলোকে রক্ষা করুন। স্বপন দত্ত বাউল গানে গানে বলেন দুর্গা পূজোয় সাজো সাজো ভাব পুজো প্যান্ডেল গুলো রে। পূজোর ঢাক বাজছে ঘরে ঘরে রে , কেউবা কিনছে নতুন পোশাক বানভাসি মানুষগুলো কাঁদছে অনাহারে ।সব হারিয়ে কাঁদছে ওরা খাবার খেতে পাচ্ছে নারে।। পুজো কমিটিরা এবারে, পূজোর বাজেট একটু কমাও রে বানভাসি মানুষকে ত্রাণসামগ্রী খাবার দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও রে ।। স্বপন বাউল এমন অভিনব কায়দায় এর কয়েক বছর আগেই উত্তর বঙ্গের বন্যা কবলিত মানুষদের রক্ষা করতে পুজো কমিটি গুলি কাছে আবেদন করেছিলেন বাউল গানে । পূজোর বাজেট কমিয়ে উত্তর বঙ্গের বানভাসি মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য । সেবারে বাউল গানে তার এই সচেতনে অনেক পুজো কমিটি সাড়া দিয়েছিল তাই এবছর পশ্চিম বঙ্গের বন্যায় বানভাসি মানুষগুলো কে রক্ষা করতে আবার রাজ্যের জেলায় জেলায় বাউল গানে পথে নামলেন স্বপন বাউল তিনি পূজো কমিটি গুলি কে পূজোর বাজেট কমিয়ে বানভাসি মানুষদের সাহায্য করতে বললেন । স্বপন বাউলের এই অভিনব উদ্যোগ দেখে আরামবাগের মানুষ মুগ্ধ পথ চলতি অনেকেই ভিড় জমান বলেন স্বপন বাউলের নিজের সাহায্য করার ক্ষমতা না থাকলেও অভিনব কায়দায় বানভাসি মানুষদের রক্ষা করতে তার উদ্যোগ সাধুবাদ পাবার যোগ্য।।

তোলা দিতে অস্বীকার করায়

ব্যবসায়ীর ওপর হামলা দুই অভিযুক্ত গ্রেফতার, প্রধান অভিযুক্ত বিজেপি নেতা পলাতক

জাকির অলী : হুগলি : নিউজ সারাদিন : সাধারণত ক্ষমতাসীন সরকারের ওপর নির্ভরশীল দুর্বৃত্তদের তোলা বাজির খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও এখানে উল্টো গঙ্গা প্রবাহিত হওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। হুগলি জেলার পান্ডুয়ার কালবাজারে কবীর আলি নামে এক জমি ব্যবসায়ীর ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। এ ঘটনায় ব্যবসায়ী কবির আলী স্থানীয় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অজ্ঞাত ব্যক্তিরা কবির আলীকে ফোন করে এবং তিনি পান্ডুয়ার কালবাজারে আসার সাথে সাথে প্রায় ২০ জন লোক তাকে ঘিরে ধরে এবং পরে কথিত বিজেপি নেতা মো. আসগর কালামের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মো. আসগর কালামের নেতৃত্বে ওই ব্যক্তিরা কবিরের কাছে তোলাবাজি হিসেবে লাখ লাখ টাকা দাবি করে। ব্যবসায়ী রাজি না হলে চারজন তাকে মাটিতে ফেলে গলা টিপে ধরেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মো. আসরাফ ও মো. সাহিলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং প্রধান আসামি মো. আসগর কালাম পলাতক। মামলার অভিযুক্ত কিশোর মো. আসিফকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।পুলিশ বলছে, শিগগিরই মূল আসামিকে গ্রেপ্তার করবে পুলিশ।

১-ম পাতার পর

সিনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধেও তদন্তের নির্দেশ

হওয়া দরকার।"

যে ১৩ জনের নাম তদন্ত কমিটিকে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হাসপাতালের নির্যাতিতার ময়নাতদন্ত করা এক চিকিৎসকও। তাঁকে ইতিমধ্যে একাধিক বার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে সিবিআই। এ ছাড়া, আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সিবিআই বাড়িতে হানা দিয়েছিল, এমন এক চিকিৎসকও রয়েছেন এই তালিকায়।তদন্তের রিপোর্ট চেয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বুধবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ১৩ জন চিকিৎসকের নাম জানিয়ে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটিকে চিঠি দিয়েছেন হাসপাতালের সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়। চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন অধ্যক্ষ মানসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, "আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তার এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমরা এই ১৩ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত কমিটি ওই অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখুক। তদন্তে যা পাওয়া যাচ্ছে, রিপোর্ট আকারে তা যত দ্রুত সম্ভব আমাদের দিতে হবে। তদন্তে এই ডাক্তারদের বিরুদ্ধে পাওয়া নথিও আমাদের কাছে জমা দেবে কমিটি।"আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই হাসপাতালের 'হুমকি সংস্কৃতি' নিয়েও একাধিক অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, একাধিক ডাক্তার এবং অন্য আধিকারিকেরা হাসপাতালে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছেন। জুনিয়র ডাক্তার এবং চিকিৎসক পড়ুয়াদের হুমকি দিয়ে থাকেন তাঁরা। অভিযোগের ভিত্তিতে ৫০-এর বেশি চিকিৎসক, হাউস-স্টাফ এবং ইন্টার্নকে চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যত দিন পর্যন্ত না তদন্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে, তত দিন তাঁদের হাসপাতালে প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি সেই অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে অভিযুক্তদের। তার মাঝেই এ বার সিনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধেও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হল।

১-ম পাতার পর

বদলে যাওয়া বাংলাদেশে শুরু হামলা, ময়মনসিংহে ভাঙচুর দুর্গা প্রতিমা

বের করতে হবে।' প্রতিমা ভাঙচুরের পিছনে বড় ধরণের ষড়যন্ত্র রয়েছে দাবি করে মন্দির কমিটির সভাপতি রঞ্জিত সাহা বলেন, 'দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে একটি গোষ্ঠী মন্দিরে হামলা করে শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্টের পাঁয়তারা কষছে। এদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।' হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্তেজনা প্রশমনে সুষ্ঠ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন গৌরীপুর থানার ওসি।যদিও প্রতিমা ভাঙার দায় এড়াতে ধৃত যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন বলে দাবি করেছে গৌরীপুর থানার ওসি মির্জা মাযহারুল আনোয়ার। তবে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়। পুজোর সময়ে ফের হামলা হতে পারে বলে আতঙ্কিত তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রতি বছরই গৌরীপুরের গোবিন্দ জিউর মন্দিরে জাঁকজমকভাবে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। মন্দির চত্বরেই মৃৎশিল্পীদের দিয়ে প্রতিমা বানানো হয়। এ বছরের পুজোর জন্য প্রতিমা বানানোর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। মাটি শুকনোর পরে রঙের কাজ চলছে। ভোর চারটের দিকে ইয়াসিন নামে এক যুবক মন্দিরে ঢুকে তিনটি প্রতিমা ভাঙচুর করেন। পরে একটি প্রতিমা কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় কয়েকজন তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। প্রতিমা ভাঙচুরের বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

১-ম পাতার পর

১২ হাজার পুলিশ কর্মীর নিয়োগ বন্ধ ছিল', নবান্ন থেকে বড় ঘোষণা মমতার!

মেডিক্যাল কলেজ ছিল। এখন ৪২ টি মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ছিল। জেলা হাসপাতাল ছিল।"রাত্তিরের সাথী' চালু করা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলেই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালদের দেওয়া হল যাতে রেস্ট রুম,শৌচাগারে এর ব্যবস্থা করা যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, "১০০ কোটি টাকা যেটা দিয়েছি, সেটা দিয়ে প্রিন্সিপালদের দায়িত্ব দিয়েছি। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, রোগী কল্যান সমিতি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সব রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দিয়েছি। আজ থেকে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে একজন জুনিয়র ডাক্তার, সুপার থাকবে।"

প্রধানমন্ত্রী ২০,৯০০ কোটি টাকারও বেশি একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৬ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের পুণে সফর করবেন। সফরকালে সন্ধ্যা ৬টায় ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট মেট্রো স্টেশন থেকে তিনি স্বর্গেট পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবার সূচনা করবেন। এরপর, সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে ২০ হাজার ৯০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন তিনি। ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থেকে স্বর্গেটের মধ্যে ট্রেন চলাচলের মাধ্যমে পুণে মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে। ভূগর্ভস্থ এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। এছাড়াও, শ্রী মোদী স্বর্গেট থেকে কাটরাজ পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের মেট্রো রেলের সম্প্রসারণের শিলান্যাস করবেন। এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় হবে ২ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা। ভূগর্ভস্থ এই রেল পরিষেবায় ৩টি স্টেশন থাকবে-মার্কেট ইয়ার্ড,

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

পুজোয় চলুন তীর্থ ভ্রমণে

দেশের ভক্তবৃন্দের সন্মিলিত সংকীর্ত্তন আপনাকে দেবে অনাবিল আধ্যাত্মিক আনন্দ। গড়ে উঠতে চলেছে বৈদিক প্ল্যানেটরিয়াম: পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরে গড়ে উঠতে চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম হিন্দু মন্দির(Vedic Planetarium)। ২০১০ সালের ১৪ ই ফেব্রুয়ারি এই মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু হয়।এই মন্দিরের উচ্চতা ১১৩মিটার। এই মন্দিরটিতে রয়েছে ৩টি গম্বুজ।এই প্ল্যানেটরিয়ামের প্রধান গম্বুজটি বিশ্বের যেকোনো ধর্মীয় কাঠামোর দীর্ঘতম এবং প্রশস্ত গম্বুজ।এই প্ল্যানেটরিয়ামে ভগবদগীতার বিবরন অনুসারে মহাবিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্বকে চিত্রিত করবে। বহিরাগত দর্শনার্থীদের রাত্রি যাপনের সুন্দর ও নিরাপদ সুব্যবস্থা রয়েছে, অতিথি ভবন ও ধর্ম্মশালায়। প্রায় তিন হাজার অতিথি থাকতে পারেন মন্দির চত্বরে। অতিথিদের জন্য সুস্বাদু-উত্তম নিরামিষ ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার ভক্তবৃন্দ ভোগ প্রসাদ করে থাকেন।তা ছাড়া মন্দির চত্বরে রয়েছে দেশ-বিদেশের খাবার সমৃদ্ধ গোবিন্দ রেস্টুরেন্ট সকল ৭ টা হইতে রাত ৯ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। শ্রীধাম মায়াপুর মন্দিরময় পরিবেশে থেকে দু-পা হেঁটে গেলে গ্রামের মনোমুগ্ধকর পরিবেশে দেখতে পাবেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান, মাসির বাড়ি, শ্রীবাস অঙ্গন, ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধি, ঐতিহাসিক বল্লাল সেনের ঢিপি,মায়াপুরের গঙ্গা মায়ের মন্দির ও রাজাপুরের প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মন্দির ইত্যাদি। গঙ্গার অপর পারে রয়েছে সোনার গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু মঠ, বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মস্থান ইত্যাদি। কৃষ্ণনগরে রয়েছে রাজবাড়ি, মৃৎশিল্পের পীঠস্থান ঘূর্ণি, রসনা তৃপ্তির জন্য পরখ করে দেখতে পারেন কৃষ্ণনগরের সরভাজা,সরপুরিয়া এবং নবদ্বীপের ক্ষীর,দই। এবার পুজোয় আসুন মায়াপুরে। শহরের কোলাহল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, নিখাদ শান্ত, নির্মল পরিবেশে ইসকন মন্দির সেজে উঠেছে অতিথিকে স্বাগত জানাতে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত সাজানো ফুলের বাগান, ফোয়ারা কেয়ারি, মোহময় কৃষ্ণনাম পৌঁছে দেবে শান্তির সাম্রাজ্যে। মন্দিরে অবস্থান কালিন প্রতিটি মুহূর্ত অতিথিদের মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরদিন। পথ নির্দেশিকা: ১) কলকাতার ধর্মতলা থেকে মায়াপুর আসার বাসের ব্যবস্থা আছে। ২) শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কৃষ্ণনগর বা নবদ্বীপ ট্রেনে আসতে পারেন। ৩) হাওড়া ও ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে নবদ্বীপ ট্রেনে আসতে পারেন। ৪) কৃষ্ণনগর থেকে বাসে মায়াপুর এবং নবদ্বীপ আসা যায়। ৫) নবদ্বীপ ও মায়াপুরে নৌকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। ৬) আর সমস্ত মন্দির ও স্থানীয় স্থান ভ্রমণের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতে পারেন- রিক্সা, টোটো অথবা ভ্যান গাড়ি। সুতরাং নিশ্চিন্তে বেড়িয়ে পড়তে পারেন আর করে নিতে পারেন নিজের ভ্রমণের সাধ পূরন।

১-ম পাতার পর

পুজোর আগে জেলাশাসক বদল, ১১ জেলায় নতুন মহকুমা শাসক নিয়োগ করল নবান্ন

মহকুমাশাসক হয়েছেন কৃষি দফতরের যুগ্ম সচিব। এছাড়াও, বেশ কয়েকটি জেলার এডিএমদের বিশেষ সচিব, যুগ্মসচিব অথবা অন্যান্য পদে বদলি করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক পদে এতদিন ছিলেন রাধিকা আইয়ায়। তাঁকে এবার স্বাস্থ্য দফতরের সিনিয়র বিশেষ সচিব পদে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় পূর্ব বর্ধমানের নতুন জেলা শাসক হয়েছেন আয়েশা রানি। তিনি এতদিন পূর্ব মেদিনীপুর ডিভিশনের কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফরের পরেই পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক বদল করা হল। এছাড়াও, ১১ মহকুমায় নতুন মহকুমা শাসকদের নিয়োগ করা হয়েছে। এই মহাকুমাগুলি হল- বাঁকুড়ার খাতরা, পুরুলিয়ার মানবাজার ও রঘুনাথপুর,পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া, নদিয়ার রানাঘাট, মুর্শিদাবাদের ডোমকল, দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর, হুগলির আরামবাগ ও দার্জিলিঙের মিরিক মহকুমা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল নতুন মহাকুমা শাসকরা সকলেই ২০২১ সালের ব্যাচের আইএস অফিসার। এতদিন তাঁদের অফিসার ইন ডিউটি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এবার মহকুমা শাসক হিসেবে নিয়োগ হলেন।

বাংলাদেশে এক হিন্দু স্কুল শিক্ষকের আর্তনাদ,নির্বিকার প্রশাসন

এ,আর,কাওছার, সিলেট (বাংলাদেশ) প্রতিনিধি: নিউজ সারাদিন : সিলেটের বালাগঞ্জ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে বিগত সরকারের আমলে সীমাহীন হয়রানীর বিষয়ে নানা অভিযোগ জানিয়েছেন বালাগঞ্জের সাবেক শিক্ষক রাধিকা রঞ্জন দাস।

গতকাল বুধবার(২৫সেপ্টেম্বর) বিকালে প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বিগত প্রায় ৩০বছর যাবৎ আমি রাজনৈতিক হয়রানীর শিকার। আওয়ামী লীগের (সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আনহার মিয়া, নয়ন তালুকদার, রজত ভূলন) তথাকথিত নেতারা বছরের পর বছর আমার প্রতি এবং আমার পরিবারের প্রতি সীমাহীন অত্যাচার, নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমি সরকার এবং দেশবাসীর কাছে ন্যায় বিচার চাই।

সংবাদ সম্মেলনে নিজেকে বালাগঞ্জের পূর্ব গৌরীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক দফতর সম্পাদক দাবী করে তিনি বলেন, আমি ১৯৯০ সাল থেকে বিএনপি তথা এম. ইলিয়াস আলীর সমর্থক। একজন হিন্দু ধর্মালম্বী হয়ে বিএনপি সমর্থনের কারণে বছরের পর বছর ধরে হিমাংশু, জগদিস, অজিত, অধীর, নয়ন তালুকদার, অনন্ত দাস, সঞ্জয়, নেপুল দাস, শংকর দাস, সুসেন চন্দ, দয়া বিশ্বাস, দিলিপ বিশ্বাস, প্রভাত দাস, শান্তিব্রত চৌধুরী, রজত দাস ভুলন, পবিত্র বণিক, কাজল বাবুসহ বিভিন্ন ব্যক্তি আমাকে হয়রানী করছেন। লিখিত বক্তৃতাকালে তিনি উল্লেখ করেন, '১৯৯৭ সনে ইউনিয়ন নির্বাচন এলো, আওয়ামী লীগের প্রার্থী শেখ মকলু মিয়া, বিএনপির পক্ষে একজন গুণী ব্যক্তি, পরোপকারী শেখ মোহাম্মদ আলী। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কথা আসলো আমরা সবাই মকলুর প্রতি সমর্থন করি তুমিও সমর্থন করতে হবে। আমি বললাম আমি বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ আলীকে ভোট দেব। ভোটের দিন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন শেখ মকলু মিয়া। মিছিল আরম্ভ হলো আমার বাড়ির চর্তুদিকে মোহাম্মদ আলীর দালালরা বিএনপি'র রাজাকাররা হুশিয়ার সাবধান, প্রতিদিনে ২বার সকালে-বিকালে। বাড়িতে প্রাণের নিরাপত্তা নাই, স্কুলে নাই, রাস্তাঘাটে নাই, বালাগঞ্জে নাই।'

১৯৯৭ সালে ২৩আগষ্ট আমার স্বাক্ষর খাতায় লিখেছি নির্বাহী আদেশে তাজপুর..। ২৪আগস্ট বিদ্যালয়ের মাসিক সভা ছিল। বাহিরে বসেছি, হিমাংসু, জগদিস, অজিত গং উপস্থিত হয়ে বলল কালকে কোথায় ছিলে? আমি বললাম নির্বাহী আদেশে তাজপুর ছিলাম। উত্তর আসলো বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত লিখতে হবে, কোন কথা চলবে না। 'নতুবা জিম্মি অবস্থায় স্কুলে থাকতে হবে, ধৈর্য্য ধরতে পারলাম না, আমি অসহায় হয়ে গেলাম, বললাম আমি আর বিদ্যালয়ে ঢুকব না, চাকুরী আমার ঈশ্বর নয়, রিজিক দাতা

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৬৪ সংখ্যা ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার ১০ আশ্বিন্র, ১৪৩১

জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা

নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের হিসেবানুযায়ী ভোটদানের হার ৫৭.০৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের হিসেবানুযায়ী ভোটদানের হার ৫৭.০৩ শতাংশ। তৃণমূল স্তরের আধিকারিকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভোটার টার্নআউট অ্যাপ-এ জেলাওয়াড়ি এবং বিধানসভার আসন অনুযায়ী, সর্বশেষ তথ্য দেওয়া হবে। এর মধ্যে বাদগাঁও - এ ৬২.৯৮ শতাংশ, গান্ডেরওয়ালে ৬২.৫১ শতাংশ, পুঞ্চে ৭৩.৮ শতাংশ, রাজৌরিতে ৭০.৯৫ শতাংশ, রিয়াসিতে ৭৪.৭ শতাংশ এবং শ্রীনগরে ২৯.৮১ শতাংশ ভোট পড়েছে। বাদগাঁও এবং রাজৌরি জেলায় এ ৫টি, গান্ডেরওয়াল জেলায় ২টি, পুঞ্চ এবং রিয়াসি জেলায় ৩টি ও শ্রীনগর জেলায় ৮টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। ফিল্ড অফিসারদের থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, ভোটদানের হার সংক্রান্ত সর্বশেষ খবর দেওয়া হয়েছে। তবে, এখনও কয়েকটি বুথের ভোটদানের হার জানা যায়নি। এছাড়াও, পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত তথ্য আসেনি। প্রতিটি থানা থেকে ১৭সি ফর্ম পাওয়া গেলে ভোটদান হারের সঠিক চিত্র মিলবে।

সম্পাদকীয়

সন্দেহ হওয়ায় ছবি তুলিয়েছিলেন চিকিৎসক, মোবাইলে ময়না তদন্তের ১৫টি ছবি 'ভরসা'

তদন্তের ভিডিয়োগ্রাফি থেকে রিপোর্ট তৈরি, সবেতেই রয়েছে প্রশ্ন। আর জি কর কাণ্ডে ওই সব ধোঁয়াশা কাটাতে সহায়ক হতে পারে ১৫টি ছবি, যা ৯ অগস্ট সন্ধ্যায় ময়না তদন্তের সময়ে খুব কাছ থেকে মোবাইলের ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছিল। ওই সমস্ত ছবি দিল্লিতে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য সিবিআই পাঠিয়েছে বলে খবর।

রাজ্যে কাজ করা ফরেন্সিক মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ, ময়না তদন্তকারী চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, বিদেশের মতো এখানে ফরেন্সিক ভিডিয়োগ্রাফি সব সময়ে করা হয় না। কিংবা কী পদ্ধতিতে তা করতে হয় সেই প্রশিক্ষণ থাকে না ভিডিয়োগ্রাফারের। বিভিন্ন ময়না তদন্তে যে ভিডিয়োগ্রাফারদের নিয়ে আসা হয়, তাঁদের ব্যবস্থা করে পুলিশ। এক সিনিয়র ফরেন্সিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞের কথায়, 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশানুযায়ী বিচারাধীন বন্দির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে, ময়না তদন্তে ভিডিয়োগ্রাফি বাধ্যতামূলক। সে ক্ষেত্রে অনেক সময়ে আমরা বলে দিই, কী ভাবে, কতটা সামনে থেকে কোন ছবি তুলতে হবে।' তিনি জানাচ্ছেন, অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণত ময়না তদন্ত যেখানে হচ্ছে, তার কিছুটা দূর থেকে ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়। সূত্রের খবর, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশিকায় বিচারাধীন বন্দির ক্ষেত্রে 'স্টিল' ছবির কথাও বলা রয়েছে। তবে সেটি অন্যান্য ক্ষেত্রে করা হয় না বললেই চলে।তরুণী চিকিৎসকের খুন-ধর্ষণের ঘটনার তদন্তে নেমে ময়না তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ বার বার সামনে আসছে। আবার যে ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়েছে, তাতে মৃতের দেহের আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট না হওয়ায় তদন্তে সমস্যা হচ্ছে বলেও সিবিআই সূত্রের দাবি। ময়না তদন্তের ভিডিয়োগ্রাফি বিভিন্ন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আঘাতের বিষয়ে নিশ্চিত একটা জায়গায় পৌঁছতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এ জন্য দিল্লি এবং কল্যাণী এমসের ফরেন্সিক বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ওই ভিডিয়োগ্রাফি দেখানো হয়েছে। কিন্তু খুব স্পষ্ট কিছু বোঝা গিয়েছে, তেমনটা নয় বলেই খবর।তরুণী চিকিৎসকের ময়না তদন্তকারী দলে তিন জনের এক জন সূর্যাস্তের পরে ময়না তদন্তে আপত্তি করেছিলেন। সূত্রের খবর, অন্যদের মতো তাঁকেও কয়েক বার তলব করেছে সিবিআই। তখন তিনি নিজে থেকেই তদন্তকারীদের ওই ১৫টি ছবির কথা জানান বলে খবর। এর পরেই তাঁর মোবাইলে থাকা ছবিগুলি সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা। সিবিআই সূত্রের খবর, ডিজিটাল ফরেন্সিকের মাপকাঠি অনুযায়ী প্রতিটি ছবি ঠিকঠাক তোলা হয়েছে এবং তা বিকৃত বা তাতে কারিকুরি করা হয়নি, এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই সেগুলি সংগ্রহ করা হয় এবং পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়।সূর্যাস্তের পরে ময়না তদন্ত কেন হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পরেও ওই চিকিৎসক যখন দেখেন যে ওই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, বিষয়টি তাঁর কাছে গোলমেলে লেগেছিল বলেই জেনেছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, তখন মর্গে হাজির অন্য এক চিকিৎসক-পড়ুয়াকে তিনি নিজের মোবাইলটি দিয়েছিলেন ছবি তোলার জন্য। মৃতের শরীরের বাইরের বিভিন্ন আঘাত, ব্যবচ্ছেদের পরে ভিতরের অংশের আঘাত, যৌনাঙ্গের ক্ষত এবং যে যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, সেই সমস্ত ছবি সামনে থেকে মোবাইল বন্দি করিয়েছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, ওই চিকিৎসকের মোবাইলে ছবিগুলি দেখে সেগুলি তদন্তে কাজে আসতে পারে বলেই মত প্রকাশ করেন তদন্তকারীরা।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেখানে কোনো মূর্তি নেই। শুধু একটি পাথরের সরু গর্ত দেখা যায়। গর্ভগৃহটি ছোটো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সরু খাড়াই সিঁড়ি পেরিয়ে ওখানে পৌঁছাতে হয়। ভিতরে ঢালু পাথরের একটি খণ্ড আছে যেটি যোনির আকৃতিবিশিষ্ট। সেটিতে প্রায় দশ ইঞ্চি গভীর একটি গর্ত দেখা যায়। একটি ভূগর্ভস্থ প্রস্রবনের জল বেরিয়ে এই গর্তটি সবসময় ভর্তি রাখে। সেই গর্তটিই দেবী কামাখ্যা নামে পূজিত এবং দেবীর পীঠ হিসেবে প্রসিদ্ধ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তম পর্ব)

সমস্ত ধর্মের ঐক্যকে নির্দেশ করে: মানবতার ঈশ্বরের উপলব্ধি। এর চূড়ায় শিবের ত্রিশূল, চাঁদ এবং তারা, ক্রস এবং হ্যান্ড ফ্যান যথাক্রমে হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক।

মন্দিরের মতোই, মূল বেদীটিও একটি খুব অস্বাভাবিক কনফিগারেশন নেয়: তিনটি বেদী, একটির উপরে, সিঁড়ির মতো। নীচের বেদীতে শ্রী রামকৃষ্ণের একটি মূর্তি রয়েছে, যার কাছে "গুরু" শব্দটি খোদাই করা আছে। মাঝখানের বেদীতে ইডেন গার্ডেনে অন্নদা ঠাকুরের পাওয়া আদ্য মায়ের মূর্তিটির প্রতিরূপ রয়েছে। এই মূর্তি আটটি ধাতু দিয়ে তৈরি। কাছাকাছি "জ্ঞান এবং কাজ" খোদাই করা আছে। শীর্ষস্থানীয় বেদীটি রাধা এবং কৃষ্ণের মূর্তি দ্বারা সজ্জিত, যা সমগ্র ভারতে ঐশ্বরিক দম্পতি হিসাবে পরিচিত। তারা পবিত্র শব্দাংশ ওম দ্বারা বেষ্টিত এবং তাদের পায়ে "প্রেম" শব্দটি খোদাই করা হয়েছে। এইভাবে প্রেম হল সর্বাগ্রে পুণ্য এবং ঈশ্বরের সুস্পষ্ট পথ।

কালী (আদ্য মা রূপে) এবং রাধা-কৃষ্ণের উপাসনাকে একত্রিত করে একটি একক মন্দির পাওয়া সত্যিই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

বাংলাদেশে এক হিন্দু স্কুল শিক্ষকের আর্তনাদ,নির্বিকার প্রশাসন

নয়'। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসলো আমি বিনোদপুর গ্রামে পূর্ব গৌরীপুর ইউনিয়ন দুর্গাম-প প্রতিষ্ঠা করলাম আরও ৫/৬জন মিলে। ২০০৮ পর্যন্ত চলল, ২০০৮ এসে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলো, ২০০৯ সনে দুর্গামন্ডপে হিসাব-নিকাশ রেজুলেশন খাতা ছিল বিমল চন্দ্রের কাছে। বিমল চন্দ্রের কাছ থেকে হিমাংসু গং কয়েকজন জোরে খাতা নিয়ে গেল ২০০৯ সালের পূজার আগে এবং প্রকাশ্যে বলতে লাগলো এই ম-পে বিএনপির রাজাকারদের পূজা করার কোন অধিকার নাই, আমি অসহায় হয়ে চলে গেলাম। আরম্ভ হলো মামলা'। তিনি বলেন, এরপর তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করা হয়েছে। 'এদের নির্দেশনায় অজিত রঞ্জন দাস আমার বাড়ির পশ্চিমে যে জায়গার উপরে ঘরের ছাদ ঢালাই দিয়াছে ঐ ঘরের ভিতরে আমার ১শতক জায়গা দখল করে নিয়েছে। বিগত ২৭/০৭/২০২০ ইং তারিখে আমার বাড়িতে আমার উপর অন্যায়ভাবে নির্যাতন করা হয়, আমার নাকে জখম করে রক্ত বাহির করে। আমি অজ্ঞান অবস্থায় বালাগঞ্জ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাই। পরে থানায় গিয়া মামলা দায়ের করি'। তিনি বলেন, আমি একজন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলাম। ওদের কারণে ১৯৯৮ সালে ঐচ্ছিক অবসর নিতে হয়েছে। 'আমার বাড়ির বাট-বাটোরা বাবা জীবিত অবস্থায় সব করে দিয়েছেন, ঐ বাট-বাটোরা পরিবর্তন করে আমাকে যে নির্যাতন করা হইতেছে, এখনও চলতেছে'। তিনি বলেন, গত বছর ১৫ সেপ্টেম্বর আমার স্ত্রী মারা যান। পাড়ার ২৬টি হিন্দু পরিবার দাহ দূরের কথা মুখটাও দেখে নাই। বিনোদপুরের প্রভাতের মাধ্যমে নিষেধ করা হয় আমার স্ত্রীর দাহ কাজে না আসার জন্য, আমার দোষ একটাই আমি বিএনপি করি। আমার স্ত্রীর দাহ কার্য সম্পন্ন করি গ্রামের মুসলিম ভাইদের সাহায্য-সহযোগিতায়। তিনি বলেন, 'বিগত ১৫ বছর যাবৎ আমাকে একঘরি করে রেখে কায়স্থঘাট বিনোদপুর মিলে তাহাদের ইচ্ছেমতো পূজা চালাইয়া আসতেছে'। 'প্রকাশ্যে বলে পূজা ম-পে রাধিকা মাষ্টার আসতে পারবে না। আসলে হামলা হবে। অন্যদিকে বালাগঞ্জ উপজেলা পূজা পরিষদ যাদের নাম উল্লেখ আছে, আজ ১৫বছর যাবৎ তাহারা বিনা হিসাব নিকাশ ছাড়া এমনকি উপজেলার প্রতিটি পূজা মন্ডপ থেকে ২ হাজার ৫শ টাকা তাহারা ভিআইপি সেজে ম-প পরিদর্শন বাবৎ নেয়'। এই বিষয়ে আমি নিজে প্রতিবাদী হয়ে বিগত ১৯সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসক বরাবরে সাক্ষাতসহ অভিযোগ পেশ করি। ওই তারিখে পুলিশ সুপার, সিলেট বরাবরে সাক্ষাত ও অভিযোগ পেশ করি। এছাড়া বালাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বালাগঞ্জ থানার অফিসার ইন-চার্জ এবং পূর্ব গৌরীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম. মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ এবং অভিযোগ দাখিল করেছি। আমি সরকার এবং দেশবাসীর কাছে ন্যায় বিচার চাই।

৩ পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী ২০,৯০০ কোটি টাকারও বেশি একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস

পদ্মাবতী এবং কাটরাজ। প্রধানমন্ত্রী ভিড়েওয়াড়ায় ক্রান্তীজ্যোতি সাবিত্রীবাঈ ফুলের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের স্মারক সৌধ নির্মাণের শিলান্যাস করবেন।

সুপার কম্প্যুটিং প্রযুক্তিতে দেশকে আত্মনির্ভর করে তুলতে প্রধানমন্ত্রী যে অঙ্গীকার করেছেন, তা পূরণে তিনি ৩টি পরম রুদ্র সুপার কম্প্যুটার জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। ন্যাশনাল সুপার কম্প্যুটিং মিশনের আওতায় সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত এই কম্প্যুটারগুলি তৈরিতে ব্যয় হয়েছে ১৩০ কোটি টাকা। উন্নত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য কলকাতা, পুণে এবং দিল্লিতে এই কম্প্যুটারগুলি ব্যবহার করা হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পুণেতে জায়েন্ট মেট্রে রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহার করা হবে। দিল্লিতে মেটেরিয়াল সায়েন্স এবং পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা গবেষণার কাজে ইন্টার্ন ইউনিভার্সিটি অ্যাসেলেরটর সেন্টারে আরেকটি সুপার কম্প্যুটার ব্যবহৃত হবে। পদার্থবিদ্যা, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ভূ-বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক গবেষণার জন্য কলকাতার এস এন বোস সেন্টারে তৃতীয় সুপার কম্প্যুটারটি কাজ করবে। প্রধানমন্ত্রী আবহাওয়া ও জলবায়ু গবেষণার জন্য একটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কম্প্যুটিং ব্যবস্থাপনারও উদ্বোধন করবেন। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৮৫০ কোটি টাকা। এরফলে, জলবায়ু সংক্রান্ত পূর্বাভাস সহ অন্যান্য কাজে ভারতের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। পুণের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ট্রপিকাল মেটেরেলোজি এবং নয়ডায় ন্যাশনাল সেন্টার ফর মিডিয়াম রেঞ্জ ওয়েদার ফোরকাস্টে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কম্প্যুটিং ব্যবস্থাপনাগুলি কাজ করবে। পুণেতে যে কম্প্যুটিং ব্যবস্থাপনাটি কাজ করবে, তার নাম রাখা হয়েছে অর্ক। নয়ডার ব্যবস্থাপনার নাম অরুণিকা। এই উন্নতমানের যন্ত্রগুলির সাহায্যে গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত, তাপপ্রবাহ, খরা সহ জলবায়ুর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পূর্বাভাস আরও নিখুঁতভাবে পাওয়া যাবে। শ্রী মোদী ১০ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রে একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করবেন। জ্বালানী, পরিকাঠামো এবং ট্রাক ও ট্যাক্সি চালকদের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি সহায়ক হবে। এরফলে, পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানীর ব্যবহার বাড়বে এবং সুস্থায়ী ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী ট্রাক চালকদের সুবিধার্থে ছত্রপতি শম্ভাজীনগর, পাঞ্জাবের ফতেগড় সাহিব, গুজরাটের সঙ্গাধ, কর্ণাটকের বেলাগাভি ও ব্যাঙ্গালোর (গ্রামীণ) এ রাস্তার ধারে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কয়েকটি প্রকল্পের সূচনা করবেন। অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এই প্রকল্পগুলি ট্রাক ও ট্যাক্সি চালকদের দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালানোর পর বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সহায়ক হবে। এখানে পণ্য ওঠা-নামা, পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, পার্কিং করার সুরক্ষিত জায়গা, রান্নার জায়গা, ওয়াইফাই ব্যবস্থা, জিম সহ একগুচ্ছ সুবিধা থাকবে। ১ হাজারটি এ ধরনের আউটলেট নির্মাণে খরচ হবে ২ হাজার ১৭০ কোটি টাকা। বিভিন্ন খুচরো ব্যবসা কেন্দ্রে একই জায়গা থেকে যাতে পেট্রোল, ডিজেল, সিএনজি, ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল সহ নানাধরনের জ্বালানী পাওয়া যায়, তার জন্য এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা হয়েছে। সোনালী চতুর্ভুজে এ ধরনের ৪ হাজার জ্বালানী কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। ইস্ট-ওয়েস্ট, নর্থ-সাউথ করিডর ছাড়াও আগামী ৫ বছরে এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তুলতে ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে। এরফলে, বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার করে সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উপভোক্তারা যেতে পারবেন। পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানী ও কার্বন মুক্ত জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধি এবং কার্বন নিঃসরণকে শূন্যে নামিয়ে আনতে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট গাড়ি চালকদের জ্বালানী সংক্রান্ত কোনও সমস্যা যাতে না দেখা দেয়, সেই দিকটি বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী দেশ জুড়ে ৫০০টি ইভি চার্জিং কেন্দ্র জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। ২০২৫ সালের মধ্যে এ ধরণের আরও ১০ হাজার কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হবে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী ২০টি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) স্টেশন জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। দূরপাল্লার সফরে এলএনজি-র ব্যবহার বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিতে আগামী দিনে ৫০টি জ্বালানী কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এরজন্য ব্যয় হবে ৫০০ কোটি টাকা। শ্রী মোদী ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত ১ হাজার ৫০০ ই-২০ পেট্রোল পাম্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এগুলি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২২৫ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী শোলাপুর বিমানবন্দর উদ্বোধন করবেন। এরফলে, এই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। পর্যটক, ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীরা সহজেই শোলাপুর আসতে পারবেন। শোলাপুর বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনটির সংস্কার করা হয়েছে। এরফলে, এখানে প্রতিবছর ৪ লক্ষ ১০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। শ্রী মোদী কেন্দ্রের জাতীয় শিল্প করিডর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিড়কিন শিল্প তালুক জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শম্ভাজীনগরের দক্ষিণে ৭ হাজার ৮৫৫ একর জমিতে এই শিল্প তালুক গড়ে উঠেছে। দিল্লি মুম্বাই শিল্প করিডরে এটি নির্মিত হয়েছে। মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে এই প্রকল্পটি ইকনোমিক হাব হিসেবে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত তিনটি পর্বে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

সিনেমার খবর

cinema TV

বিস্ফোরক কঙ্গনা

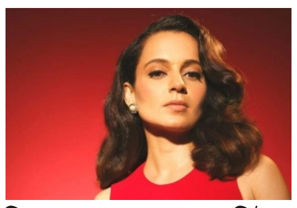

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বেফাঁস কথা বলতে কঙ্গনা রানাউতের জুড়ি মেলা ভার। সুযোগ পেলেই যে কাউকে এক হাত নিতে পিছপা হন না। এজন্য অনেকের চক্ষুশূল তিনি। তবে সেসবে তোয়াক্কা করেন না। বাঁচেন নিজের শর্তে। এবার বলিউড অভিনেতাদের নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কঙ্গনা। জানান, অনেক নায়ক নারীদের নানাভাবে হেনস্থা করেন। তাদের কারণে চলচ্চিত্র জগতে অভিনেত্রীরা নিরাপদ নন। নিউজ১৮কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'তারা বাড়ির নৈশভোজে নারীদের আমন্ত্রণ জানান। নিয়মিত মেসেজ করেন। যেকোনো উপায়ে তাদের বাড়িতে ডাকার ছুতা খোঁজেন।'

কঙ্গনা আরও বলেন, 'সমাজে সাধারণভাবে মেয়েদের প্রতি সম্মানের অভাব রয়েছে। চলচ্চিত্র জগৎও ব্যতিক্রম নয়। যেমন কলেজের ছাত্রদের মেয়েদের প্রতি অশালীন মন্তব্য করতে দেখা যায়, তেমনই কর্মক্ষেত্রেও নারীরাও বিরূপ আচরণের সম্মুখীন হন।'

এর আগে বলিউডে ধর্ষণ ও যৌন হেনস্থা নিয়ে বিখ্যাত কোরিওগ্রাফার বলেছিলেন, 'ধর্ষণ করা হয় ঠিকই। আবার তারাই মুখে খাবারটাও তুলে দেন।'

এই মন্তব্যের রেশ ধরে কঙ্গনা বলেন, 'সরোজ খানের বক্তব্যই প্রমাণ; ইন্ডাস্ট্রিতে নারীদের কী ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়!'

মালয়ালম চলচ্চিত্র জগতে পরিচালক-প্রযোজক ও অভিনেতাদের বিরুদ্ধে একের পর এক যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনছেন অভিনেত্রীরা। সেই ঢেউ লেগেছে বলিউড, টলিউডসহ অন্যান্য জায়গায়। এর জেরেই এবার এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কঙ্গনা।

কঙ্গনা এখন ব্যস্ত 'ইমার্জেন্সি' ছবি নিয়ে। ইন্দিরা গান্ধীর ওপর নির্মিত সিনেমাটিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। নানা জটিলতার পর নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে সেন্সর ছাড়পত্র পেয়েছে। সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু দৃশ্য বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিছু দৃশ্যে সতর্কীকরণ উল্লেখ করার নির্দেশও রয়েছে। কয়েক দফা পেছানোর পর কবে নাগাদ মুক্তি পাবে এটি, তা জানানো হয়নি।

বক্স অফিসে 'স্ত্রী-২' ঝড়, ৩৫ দিনে আয় কত

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বক্স অফিসে রমরমা ব্যবসা করছে অমর কৌশিক পরিচালিত হরর কমেডি সিনেমা স্ত্রী-২'। শ্রদ্ধা কাপুর, রাজকুমার রাও, পঙ্কজ ত্রিপাঠী অভিনীত সিনেমা ইতোমধ্যেই শাহরুখের জওয়ান ছবির রেকর্ড ভেঙেছে শ্রদ্ধার ছবি। বর্তমানে আয় ৮০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে গেছে। শুরুতেই এমন ব্যবসা আশা বাড়াচ্ছে নির্মাতাদের। দেখতে দেখতে স্ত্রী ২ মুক্তির ৩৫ দিন পেরিয়ে গেছে। এখনো লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ছবির আয়। লক্ষ্য এবার ১০০০ কোটি। ৩৫ দিনের মাথায় স্ত্রী ২ ছবিটির ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বক্স অফিস কালেকশন ৮০১ কোটি ১৫ লাখ টাকা। অন্যদিকে ভারতীয় বক্স অফিসে এই ছবিটি ৫৬৪ কোটি টাকা আয় করেছে। মুক্তির পর পঞ্চম বৃহস্পতিবার এই ছবির আয় ছিল ১ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। স্ত্রী ২ ছবিটিতে মুখ্য ভূমিকায় আছেন শ্রদ্ধা কাপুর এবং রাজকুমার রাও। অন্যান্য ভূমিকায় পঙ্কজ কুমার ত্রিপাঠী এবং অপরশক্তি খুরানাকে দেখা গিয়েছে। এটি একটি কমেডি হরর ঘরানার ছবি। ছবিটি বক্স অফিসে এত দারুণ ফল করার পর নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজকুমার রাও। তার কথায়, আমরা সবাই খুশি যে স্ত্রী ২ এত ভালো ফল করল বক্স অফিসে। দারুণ বক্স অফিস নম্বর উঠে আসছে। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে প্রচুর মানুষ ছবিটি দেখেছেন। আমি ওদের ভালোবাসা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দর্শকদের থেকে আমি অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। অনেকেই জানিয়েছেন আমার সফর ওদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।' স্ত্রী সিনেমাও বক্স অফিসে বেশ সাড়া ফেলেছিল। তারই দ্বিতীয় ভাগে চান্দেরি অঞ্চলের মানুষকে ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে 'সরকটে'। তার হাত থেকে রক্ষা পেতে আবারও চান্দেরির বাসিন্দারা স্ত্রীর শরণাপন্ন। সিনেমাতে রয়েছে একাধিক সারপ্রাইজ, দেখা মিলবে অক্ষয় কুমার, তামান্না ভাটিয়া ও বরুণ ধাওয়ানের।

বিয়ের আগেই অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভপাতে দাবি করেন ৭৫ লাখ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বয়স ৫০-এর কোটা পার করলেও এখনো নিজের সৌন্দর্য এবং তারুণ্য ধরে রেখেছেন দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেত্রী রামায়া কৃষ্ণান। চার দশকের ক্যারিয়ারে ২৬০টিরো বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি।

নিজের অভিনয়ের গুণে ভক্তদের হৃদয়েও জায়গা করে নিয়েছেন এই অভিনেত্রী। বিশেষ করে বাহুবলি সিনেমায় 'শিভগামি' চরিত্রে অভিনয় করে রামায়ার আলাদা করে নজর কেড়েছে দর্শকমহলে। অনেকেই তাকে 'বাহুবলির মা' হিসেবেও চিনেছেন। সদ্য ৫৪ বছরে পা রাখা রামায়া কাজ করেছেন অমিতাভ বচ্চন, মিঠুন চক্রবর্তী এবং গোবিন্দার মতো তারকাদের সঙ্গে। যার শুরুটা নব্বই দশকে। যদিও ক্যারিয়ারের শুরুতেই বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। সে সময়ে পরিচালক কেএস রবিকুমারের সঙ্গে তার সম্পর্ক কারোই অজানা ছিল না। একাধিক ছবিতে তিনি রবিকুমারের সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯৯৯ সালে 'পাড়ায়াপ্পা' এবং 'পাটালি' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন দুজন। এই দুই ছবির হাত ধরেই সাফল্যের মুখ দেখেন অভিনেত্রী। ২০০২ সালে রবিকুমার পরিচালিত 'পঞ্চতন্ত্রম' ছবিতে অভিনয় করেন রামায়া। ওই ছবির সেটেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে দুজনের। এমনকি বিয়ের আগেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে ছিলেন অভিনেত্রী। যদিও পরিচালক বিয়ে করেননি রামায়াকে। শোনা যায়, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান রবিকুমার। বিষয়টি জেনে ফেলেন তার স্ত্রী। একপর্যায়ে রামায়াকে হুমকি দেন পরিচালকের স্ত্রী। এরপরই তাদের সম্পর্কের সমীকরণ জটিল হতে শুরু করে। একপর্যায়ে পরিচালক রামায়ার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তখন নাকি নির্মাতার সন্তানের মা হতে চলেছিলেন অভিনেত্রী। গর্ভপাত করানোর জন্য রবিকুমারের থেকে ৭৫ লাখ টাকা দাবিও করেন তিনি। কারণ সম্পর্ক বাঁচানোর জন্য রামায়া কিংবা রবিকুমার ওই মুহূর্তে সন্তানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। যদিও পরে প্রেম, সন্তানধারণ এবং গর্ভপাত নিয়ে দুজনকে প্রশ্ন করা হলে তারা সেটা অস্বীকার করেন। এরপরে ২০০৩ সালে তেলুগু ছবির প্রযোজক কৃষ্ণ ভানসির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন রামায়া। ২০০৩ সালের ১২ জুন বিয়ে করেন তারা। আর বিয়ের পরেই তাদের কোলজুড়ে আসে এক পুত্রসন্তান। যার নাম হৃত্বিক কৃষ্ণান। বর্তমানে কৃষ্ণা বামসির সঙ্গেই সুখের সংসার এই অভিনেত্রীর।

হলিউডে জ্যাকুলিনের বড় চমক

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এবার হলিউড অভিনেতা জঁ ক্লদ ভ্যান ডামের সঙ্গে একই পর্দায় দেখা যাবে বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজকে। হলিউডের একটি সিনেমায় অভিনয় করছেন তারা। সম্প্রতি সেই ট্রেলার প্রকাশ্যে আসার পরেই জ্যাকলিনের ভক্ত-অনুরাগীরা নড়েচড়ে বসেছেন।

২০১৭ সালে মুক্তি পায় ভ্যান ডাম অভিনীত অ্যাকশন সিনেমা 'কিল দেম অল'। এবার সে সিনেমার সিক্যুয়েল মুক্তির অপেক্ষায়। 'কিল দেম অল ২' ট্রেলারে 'ডাবল ইমপ্যাক্ট' খ্যাত হলিউড তারকার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জ্যাকলিনকে অ্যাকশন করতে দেখা গেছে।

সিনেমায় ভ্যান ডামের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন জ্যাকলিন। তার চরিত্রের নাম ভেনেসা। গল্প অনুযায়ী ফিলিপ (ভ্যানডামের চরিত্রের নাম) দীর্ঘ সময় পর তার মেয়েকে খুঁজে পায়। দুজনে ইতালির এক নির্জন গ্রামে একসঙ্গে থাকতে শুরু করে কিন্তু সেখানেই শত্রুপক্ষ তাদেরকে খুঁজে বের করে। কীভাবে শত্রুদের থেকে মুক্তি পাবে তারা, সেই গল্পই বলা হবে সিনেমাটিতে।

এর আগে 'ডেফিনেশন অফ ফিয়ার' এবং 'টেল ইট লাইক আ উওম্যান' সিনেমাতে অভিনয় করেছিলেন জ্যাকলিন। সে সময় অভিনেত্রীকে সেই অর্থে প্রচার এনে দিতে পারেনি। সেখানে ভ্যান ডামের মতো জনপ্রিয় অ্যাকশন তারকার সঙ্গে ছবি, আন্তর্জাতিক মঞ্চে জ্যাকলিনের ক্যারিয়ারের নতুন দরজা খুলে দিতে পারেই বলে মনে করছেন অনেকে।

গত বছর ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন লোকেশনে ভালেরি মিলেভ পরিচালিত এই ছবিটির শুটিং হয়েছে। আগামী সপ্তাহে ছবিটি ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তি পাবে।

আবার এক হচ্ছেন ধানুষ-ঐশ্বরিয়া?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আঠারো বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনেছেন। ভারতের দক্ষিণী চলচ্চিত্র তারকা ধানুষ এবং তাঁর স্ত্রী ঐশ্বরিয়া তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা করেছিলেন ২০২২ সালে। ঐশ্বরিয়া দক্ষিণী তারকা রজনীকান্তের কন্যা। শেষমেশ চলতি বছরে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা নথিভুক্ত করে সম্পর্ক শেষের কথায় সিলমোহর দেন দুজনে। কিন্তু বিচ্ছেদের পর ফের জোড়া লাগছে তাঁদের সম্পর্ক! কোন ইঙ্গিত দিলেন দক্ষিণী তারকা?

সম্পর্ক ভেঙেছেন ঠিকই তবে কাদা ছোড়াছুড়ি নয়, দুই জনেই সম্মতিতেই আলাদা হয়েছেন তারা। দুবছর আগে যখন ধানুষ এবং ঐশ্বরিয়া বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা করেছিলেন তখন থেকেই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হয়। কারও মতে, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে তারা বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আবার কারও মতে, বোঝাপড়ার অভাবের জন্যই নাকি সম্পর্কে পাকাপাকি ভাবে ছেদ পড়ে তাঁদের। প্রকাশ্যে আসে দুই অভিনেত্রীর নামও।

তবে দুই ছেলের জন্য এখনও যোগাযোগ রয়েছে তাদের। এ বার রজনী-কন্যার ছবিতে ভালোবাসার ইমোজি দিলেন ধানুষ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ওনামের দিন বাড়িতে মাটিতে বসে খাবার খাচ্ছেন ঐশ্বরিয়া। সেই ছবি সামাজিকমাধ্যমের পাতায় দিলে ভালোবাসার প্রতিক্রিয়া দেন ধানুষ। সেটা দেখা মাত্রই অনুরাগীরা নেটপাড়ায় ফিসফাস শুরু করেন, তবে কি এক হচ্ছেন তারা!

মাঠের বাইরে

নতুন পরিচয়ে মেসি

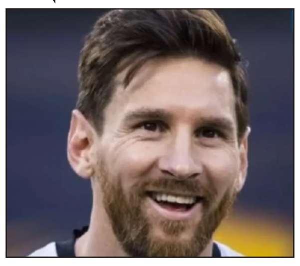

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফুটবল মাঠে তিনি নিজেকে শতকের অন্যতম সেরা তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনেকের কাছে লিওনেল মেসি মানেই ফুটবলের অনিন্দ্য রূপ।মাঠের বাইরে আরেক চমক নিয়ে আসছেন লিওনেল মেসি। নতুন ব্যবসায় পা রাখছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর।

নানা বাণিজ্যে জড়িত মেসি এবার প্রযোজনা সংস্থা খুলেছেন। যেখানে বানানো হবে ওয়েব সিরিজ এবং চলচ্চিত্র। তার এই সংস্থার নাম '৫২৫ রোজারিও'। শুরুতেই যেখানে ১.১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করলেন মেসি।

আগেই বিনোদনের এই ব্যবসায় আসার পরিকল্পনা ছিল মেসির। লম্বা সময় পরিকল্পনার পর এবার '৫২৫ রোজারিও' আলোর মুখ দেখল। মিয়ামি ও মেসির জন্মস্থান রোজারিও থেকে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা হবে।

নিজের নতুন ব্যবসায়িক প্রতষ্ঠান নিয়ে মেসি বলেন, 'বিনোদন সব সময়ই আমার আগ্রহের জায়গা। আমি মাঠে থাকি বা অন্য কোথাও বিনোদন খুঁজে নেই আমি। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে নতুন একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এনেছি। যা ভালোমানের কনটেন্ট ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করবে।'

প্রিমিয়াম এই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান টিভি অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র, লাইভ স্পোর্টস এবং কমিউনিটি প্রোগ্রাম তৈরি করবে। স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান স্মাগলার এন্টারটেইনমেন্টের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে '৫২৫ রোজারিও'। স্মাগলার এন্টারটেইনমেন্ট এরই মধ্যে মেসির বিশ্বকাপ নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছে। যার নাম- মেসির বিশ্বকাপ: দ্য রাইজ অব আ লিজেন্ড'। এটি অ্যাপেল টিভি প্লাসে দেখা যাবে।

পাকিস্তান-ইংল্যান্ড

দ্বিতীয় টেস্টও মুলতানে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যুতে বদল এনেছে পাকিস্তান। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের জন্য করাচি স্টেডিয়ামে সংস্কার কাজ চলায় সেখান থেকে সরিয়ে মুলতানে নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় টেস্ট।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে ভেন্যু বদলের কথা জানায় পিসিবি। তবে সূচিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। পূর্বনির্ধারিত ১৫ অক্টোবর শুরু হবে ম্যাচটি।

তার মানে সিরিজের প্রথম দুটি টেস্টই হবে মুলতানে। প্রথমটি শুরু আগামী ৭ অক্টোবর। তৃতীয় ও শেষ টেস্ট রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হবে আগামী ২৪ অক্টোবর।

আগামী ২ অক্টোবর মুলতানে পৌঁছানোর কথা ইংল্যান্ড দলের। একই দিনে পাকিস্তান দলের ক্রিকেটারদেরও সেখানে যোগ দেওয়ার কথা। সিরিজটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ।

আইসিসির ভবিষ্যৎ সূচি অনুযায়ী, আগামী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে পাকিস্তানে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় টুর্নামেন্টটি করাচির সঙ্গে লাহোর ও রাওয়ালপিণ্ডিতে আয়োজন করার কথা বলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচে জান লড়িয়ে ঐতিহাসিক জয় মহমেডান স্পোর্টিংয়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান সুপার লিগে এ মরসুমেই অভিষেক। প্রথম ম্যাচে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ইনজুরি টাইমে গোল খেয়ে হার। দ্বিতীয় ম্যাচে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে অ্যালেক্সিস গোমেজের পেনাল্টি গোলে এগিয়েছিল মহমেডান। আবারও ইনজুরি টাইম গোল, এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। চেন্নায়িনের বিরুদ্ধে নানা বিষয়েই আতঙ্ক কাজ করছিল। প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ, অচেনা পরিবেশ-প্রতিপক্ষ, আর শেষ মুহূর্তের ডিফেন্স। ম্যাচের প্রথম ২৫ মিনিট দুর্দান্ত চেন্নায়িন এফসি। মহমেডান ব্যাকফুটে। শেষ মুহূর্তে ডিফেন্সে জান লড়িয়ে দেয় মহমেডান স্পোর্টিং। ইনজুরি টাইমে একের পর এক বিপদ, কয়েক মুহূর্ত কাটানোর অপেক্ষা। সফল মহমেডান। চেন্নায়িনের বিরুদ্ধে ১-০ ব্যবধানে আইএসএলে প্রথম জয় মহমেডান স্পোর্টিংয়ের।

গত দু-ম্যাচের ভুল থেকে অনেকটাই শিক্ষা নিয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং। বরং ম্যাচ যত এগিয়েছে, তুলনামূলক এলোমেলো দেখিয়েছে চেন্নায়িন ডিফেন্সকে। বোঝাপড়ার অভাব স্পষ্ট। কে বল ক্লিয়ার করবেন, নিজেদের মধ্যেই সংযোগ নেই! ম্যাচের ৩৩ মিনিটে সেরা সুযোগ পায় মহমেডান। চেন্নায়িন বক্সের লং বল। প্রতিপক্ষ ডিফেন্সের ভুলে বল পান অ্যালেক্সিস গোমেজ। সামনে শুধুই গোলকিপার। এগিয়ে আসছিলেন চেন্নায়িন এফসি গোলকিপার শমিক মিত্র। তাঁকে কাটিয়ে গোলের আরও কাছে অ্যালেক্সিস গোমেজ। যদিও তাঁর বাঁ পায়ের শট পোস্টে লাগে।

ম্যাচের ৩৯ মিনিটে অবশেষে সেই মুহূর্ত। প্রতিপক্ষর দ্বিতীয় ভুল, এ বার কাজে লাগাল মহমেডান। আবারও লং বল। চেন্নায়িনের দুই ডিফেন্ডারের ভুল বোঝাবুঝিতে বল পান লালরেমসাঙ্গা ফানাই। গোলকিপার শমিক আবারও এগিয়ে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু পাহাড়ি ফানাইয়ের দৌড় সামলানো কঠিন ছিল। গোলকিপারকে কাটিয়ে ডানদিক থেকে বাঁ দিকে চলে আসেন। ফাইনালের দুর্দান্ত ফিনিশে ১-০ এগিয়ে যায় মহমেডান স্পোর্টিং। অথচ বল পজেশন থেকে সুযোগ, অনেক অনেক এগিয়ে ছিল চেন্নায়িন এফসি। খেলার স্রোতের বিপরীতেই লিড মহমেডানের।

বার্সাকে হারিয়েই দিল মোনাকো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন ফরম্যাটের উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শুরুটা ভালো হয়নি স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনার। ম্যাচ শুরুর দশ মিনিটেই এরিক গার্সিয়ার লালকার্ডই শেষ পর্যন্ত ডুবিয়েছে কাতালানদের। বৃহস্পতিবার রাতে ফরাসি প্রতিপক্ষ মোনাকোর কাছে ২-১ গোলে হেরেই এবারের মিশন শুরু করলো হান্সি ফ্লিকের দল। ম্যাচের শুরুতেই জোড়া ধাক্কা- একজন খেলোয়াড় কমে যাওয়ার পর গোল হজম। সেই ধাক্কা সামলে লামিনে ইয়ামালের দারুণ গোলে ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দিয়েছিলো বার্সেলোনা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। তাদের হারিয়ে ছয় বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেরার উপলক্ষ রাঙাল মোনাকো।

দশ জনের বার্সার বিপক্ষে খেলার ১৬ মিনিটে ম্যাগনেস অ্যাকলিওচের গোলে এগিয়ে যায় মোনাকো। শুরুতে গোল হজম করে দমে যায়নি বার্সেলোনা। একজন কম নিয়েই দারুনভাবে ঘুরে দাড়ায় তারা। ২৮ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে মার্ক কাসাদোর উঁচু করে বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এগিয়ে যান ইয়ামাল। এক ডিফেন্ডারের বাধা এড়িয়ে একটু জায়গা করে নিয়ে বক্সের বাইরে থেকে তার বাঁ পায়ের নিচু শট জাল খুঁজে নেয়। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে স্প্যানিশ এই উইঙ্গারের প্রথম গোল এটি। ১৭ বছর ৬৮ দিন বয়সে ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় গোল করে দ্বিতীয় কনিষ্ঠ গোলদাতা হিসেবে রেকর্ডের খাতায় নাম লেখালেন এই স্প্যানিশ তরুন। এরআগে বার্সেলোনার হয়েই ১৭ বছর ৪০ দিন বয়সে গোল করে রেকর্ডটি গড়েন আনসু ফাতি। চলতি মৌসুমে বার্সেলোনার হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে প্রথম ৬ ম্যাচে ইয়ামালের গোল ও অ্যাসিস্ট হলো সমান ৪টি করে।

দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নেমে ব্যবধান গড়ে দেন জর্জ ইনিখেনা। বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ের শটে গোলটি করেন দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামা এই নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড। চাম্পিয়ন্স লিগে অভিষেকেই গোলের দেখা পেলেন ১৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার। চলতি মৌসুমে বার্সেলোনার প্রথম হার এটি। লা লিগায় প্রথম পাঁচ ম্যাচে জয়ের পর এলো এই হার। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্সেলোনার বিপক্ষে তিন ম্যাচে মোনাকোর প্রথম জয় এটিই। এর আগে ১৯৯৩-৯৪ মৌসুমে গ্রুপ পর্বের দুই দেখায় বার্সেলোনা জিতেছিল যথাক্রমে ২-০ ও ১-০ গোলে।

আরেক ম্যাচে ডেভিড রায়ার নৈপুণ্যে হার এড়িয়েছে আর্সেনাল। অসাধারণ দুটি সেভ করে দলকে বাঁচিয়েছেন গোলরক্ষক ডেভিড রায়া। নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে না পারলেও আটালান্টার মাঠ থেকে পয়েন্ট নিয়ে ফিরল আর্সেনাল। নতুন ফরম্যাটের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরুর ম্যাচে বৃহস্পতিবার রাতে গোলশূন্য ড্র করেছে এই দুই দল। চোট শঙ্কা কাটিয়ে ফেরা বুকায়ো সাকার নৈপুণ্যে ত্রয়োদশ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো আর্সেনাল। তার রক্ষণ দেয়াল ভেদ করে নেওয়া নিচু ফ্রি কিক ঝাঁপিয়ে কোনোমতে ফেরান গোলরক্ষক মার্কো।

আরেক ম্যাচে ডেভিড রায়ার নৈপুণ্যে হার এড়িয়েছে আর্সেনাল। অসাধারণ দুটি সেভ করে দলকে বাঁচিয়েছেন গোলরক্ষক ডেভিড রায়া। নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে না পারলেও আটালান্টার মাঠ থেকে পয়েন্ট নিয়ে ফিরল আর্সেনাল। নতুন ফরম্যাটের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরুর ম্যাচে বৃহস্পতিবার রাতে গোলশূন্য ড্র করেছে এই দুই দল। চোট শঙ্কা কাটিয়ে ফেরা বুকায়ো সাকার নৈপুণ্যে ত্রয়োদশ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো আর্সেনাল। তার রক্ষণ দেয়াল ভেদ করে নেওয়া নিচু ফ্রি কিক ঝাঁপিয়ে কোনোমতে ফেরান গোলরক্ষক মার্কো। ৫১ মিনিটে আর্সেনালকে রক্ষা করেন ডেভিড রায়া। মাতেও রেতেগুইয়ের স্পট কিক ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিরিয়ে দেন রায়া। বল ফের ফিরে যায় রেতেগুইয়ের কাছে। এবারও তার হেড গোললাইন থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেন আর্সেনাল কিপার। আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা তো বলেই দিলেন এমন সেভ ক্যারিয়ারে দেখেননি তিনি।

৫১ মিনিটে আর্সেনালকে রক্ষা করেন ডেভিড রায়া। মাতেও রেতেগুইয়ের স্পট কিক ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিরিয়ে দেন রায়া। বল ফের ফিরে যায় রেতেগুইয়ের কাছে। এবারও তার হেড গোললাইন থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেন আর্সেনাল কিপার। আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা তো বলেই দিলেন এমন সেভ ক্যারিয়ারে দেখেননি তিনি। বিপক্ষে তিন ম্যাচে মোনাকোর প্রথম জয় এটিই। এর আগে ১৯৯৩-৯৪ মৌসুমে গ্রুপ পর্বের দুই দেখায় বার্সেলোনা জিতেছিল যথাক্রমে ২-০ ও ১-০ গোলে।

আরেক ম্যাচে ডেভিড রায়ার নৈপুণ্যে হার এড়িয়েছে আর্সেনাল। অসাধারণ দুটি সেভ করে দলকে বাঁচিয়েছেন গোলরক্ষক ডেভিড রায়া। নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে না পারলেও আটালান্টার মাঠ থেকে পয়েন্ট নিয়ে ফিরল আর্সেনাল। নতুন ফরম্যাটের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরুর ম্যাচে বৃহস্পতিবার রাতে গোলশূন্য ড্র করেছে এই দুই দল। চোট শঙ্কা কাটিয়ে ফেরা বুকায়ো সাকার নৈপুণ্যে ত্রয়োদশ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো আর্সেনাল। তার রক্ষণ দেয়াল ভেদ করে নেওয়া নিচু ফ্রি কিক ঝাঁপিয়ে কোনোমতে ফেরান গোলরক্ষক মার্কো। ৫১ মিনিটে আর্সেনালকে রক্ষা করেন ডেভিড রায়া। মাতেও রেতেগুইয়ের স্পট কিক ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিরিয়ে দেন রায়া। বল ফের ফিরে যায় রেতেগুইয়ের কাছে। এবারও তার হেড গোললাইন থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেন আর্সেনাল কিপার। আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা তো বলেই দিলেন এমন সেভ ক্যারিয়ারে দেখেননি তিনি।

নতুন মাইলফলকে বুমরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাইলফলক স্পর্শ করতে ৩ উইকেট দরকার ছিল যশপ্রীত বুমরার। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চেন্নাই টেস্টের প্রথম ইনিংসেই প্রয়োজনীয় উইকেট সংগ্রহ করে নিলেন তিনি। শুক্রবার বুমরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছুঁয়ে ফেললেন নতুন মাইলফলক। ভারতের দশম বোলার হিসাবে কীর্তি গড়লেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪০০ উইকেট পূর্ণ করলেন বুমরা। চেন্নাই টেস্টের আগে বুমরার সংগ্রহে ছিল ৩৯৭টি আন্তর্জাতিক উইকেট। টেস্টে ১৫৯টি, এক দিনের ক্রিকেটে ১৪৯টি এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৮৯টি উইকেট। বুমরার বলে প্রথম আউট হন বাংলাদেশের ওপেনার শাদমান ইসলাম। তার পর মুশফিকুর রহিমকে আউট করে মাইলফলকের দোরগোড়ায় পৌঁছে যান বুমরা। পরে হাসান মাহমুদকে আউট করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪০০ উইকেট পূর্ণ করেন তিনি। পরে আউট করেন তাসকিন আহমেদকেও। শেষ পর্যন্ত ৫০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন তিনি।

ভারতের ষষ্ঠ পেসার হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪০০ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন বুমরা। এই কীর্তি রয়েছে কপিল দেব, জহির খান, জাভাগল শ্রীনাথ, মোহাম্মদ শামি, ইশান্ত শর্মা। সবমিলিয়ে ভারতের দশম বোলার হিসাবে এই কীর্তি গড়লেন তিনি। ভারতীয় স্পিনারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪০০ বা তার বেশি উইকেট রয়েছে অনিল কুম্বলে, হরভজন সিংহ, রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাডেজার।

ফিরেই গোলের দেখা পেলেন রোনালদো,

নাসেরের সহজ জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লীগের প্রথম ম্যাচ মিস করেছিলেন রোনালদো। যে ম্যাচে আল শর্তার বিপক্ষে ১-১ ব্যবধানে ড্র করে নাসের।তবে কাল সউদী প্রো লীগে আল ইত্তিফাকের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরলেন সিআর সেভেন।ফিরেই পেলেন গোলের দেখা,তার দলও জিতল অনায়াসে।

সউদী প্রো লীগে শনিবার আল ইত্তিফাকের বিপক্ষে ম্যাচটি ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে আল নাসের।রোনালদো গোলের লিড নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে একবার করে জালের দেখা পান সালেম আল নাজদি ও অ্যান্ডারসন তালিস্কা।

এর মাধ্যমে নাসেরের কোচের দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম জয়ের স্বাদ পেলেন স্টেফানি পায়োলি।দলের বাজে ফর্মের কারণে সম্প্রতি লুইস কাস্ত্রোকে বাদ দিয়ে এই অভিজ্ঞ ইতালিয়ানকে কোচ বানায় নাসের।

এদিন ৩৩ তম মিনিটে স্পটকিক থেকে দলের প্রথম গোলটি করেন রোনালদো। চলতি মৌসুমে এটি তার তৃতীয় গোল।

এই জয়ে লীগ টেবিলে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে রোনালদোর দল। চার ম্যাচ থেকে দুই জয় ও দুই ড্রয়ে নাসেরের পয়েন্ট ৮। এক ম্যাচ কম খেলে ৯ পয়েন্ট নিয়ে সবার উপরে আল ইত্তিহাদ।

ইতিহাদ থেকে

পয়েন্ট নিয়ে ফিরল ইন্টার

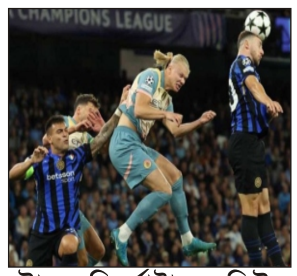

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইতিহাদ স্টেডিয়াম থেকে বিস্ময়করভাবে ১ পয়েন্ট নিয়ে ফিরল ইন্টার মিলান। বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে ইতালিয়ান জায়ান্টরা। ২০২২ -২৩ মৌসুমে এ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ম্যানসিটির কাছে ১-০ গোলে হারের সেই ব্যথা অল্প হলেও কমাতে পেরেছে সিমিওন ইনজাগির ইন্টার।

ম্যানসিটির গোলমেশিন আর্লিং হাল্যান্ড ইতিহাসের দ্রুততম খেলোয়াড় হিসেবে কোনো ইউরোপিয়ান ক্লাবের হয়ে ১০০ গোলের রেকর্ড গড়তে পারতেন এ ম্যাচে। কিন্তু আগের চার লিগ ম্যাচে ৯ গোল করা নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার এদিন ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। দারুণ এ মাইলফলক ছুঁতে আরও অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাকে। প্রথমার্ধে দুটি সুযোগ অল্পের জন্য নষ্ট করেন হাল্যান্ড। তার হেড ইন্টার গোলরক্ষক ইয়ান সমার লাইনে থেকে লাফিয়ে রুখে দেন। তারপর তার শক্তিশালী নিচু শট পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। আইনরিখ মিখিতারিয়ান অবিশ্বাস্যভাবে একটি সুযোগ নষ্ট করলে ম্যানসিটিভক্তরা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ৮ গজ দূর থেকে নেওয়া তার রকেটগতির শট তাকে বিস্মিত করে বারের ওপর দিয়ে যায়। শেষ মুহূর্তে ইলকাই গুন্দোয়ান দুটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে সিটিভক্তদের আক্ষেপে ভাসান। একবার সরাসরি শট মারেন গোলরক্ষকের দিকে। শেষবাঁশি বাজার আগ মুহূর্তে বারের ওপর দিয়ে বল মারেন। সব মিলিয়ে সিটির ২২ শটের বিপরীতে ইন্টার মেরেছে ১৩টি। তবে তারা বল লক্ষ্যে মেরেছিল অতিথিদের (৫) চেয়ে একটি বেশি।

ম্যাচ শেষে ম্যানসিটির ডিফেন্ডার রুবেন দিয়াস বলেছেন, 'খুবই শক্তিশালী একটি দলের বিপক্ষে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ। আমরা জানতাম কী হতে যাচ্ছে, তারা শীর্ষ একটি দল, জিততে অভ্যস্ত। আমরা জানতাম আমাদের কাজ মোটেও সহজ হবে না। শেষে বলতে চাই, দলের পারফরম্যান্স সেরা ছিল। আমরা গোল করার খুব কাছে ছিলাম।'

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১

Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR